নিয়ন্ত্রণহীন ছাত্রদল

বাড়ছে কোন্দল

রিপোর্ট **জয়ন্ত আচার্য, সাইফুদ্দিন অভি**

শাসকদল বিএনপির ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছে। সেই সঙ্গে ভেঙে পড়েছে দলের চেইন অব কমান্ড। অভ্যন্তরীণ কোন্দল, গ্রুপিংয়ে এই সংগঠনটির এখন ত্রাহি অবস্থা। প্রকাশ্যে রূপ নিয়েছে দ্বন্দ্ব। আধিপত্য বিস্তার, ক্ষমতার মোহ নানা কারণে এই দ্বন্দ্ব এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন কারণে গ্রুপগুলোর মধ্যে জমে থাকা পুঞ্জিভূত ক্ষোভ যে কোনো সময় সশস্ত্র সংঘর্ষে রূপ নেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আবাসিক হলগুলোতে ক্যাডারদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র এসেছে। প্রতিটি গ্রুপের ক্যাডাররা এখন মারমুখী অবস্থানে আছে। এ সব কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল এখন বিস্ফোরণোন্মুখ। বেশ কতগুলো ছোটখাটো সংঘর্ষের জের ধরে যে কোনো সময় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। হলগুলোতে তাই বিরাজ করছে থমথমে পরিবেশ।

এদিকে ছাত্রদলের গ্রুপিং-লবিংয়ের সুযোগ নিয়ে স্বাধীনতা বিরোধী ছাত্র শিবির ক্রমেই সুসংহত হচ্ছে। শিবির কর্মীরা ছাত্রদলের বিভিন্ন গ্রুপে ঢুকে পড়ছে। গ্রুপ ভারী করতে তাদের শেল্টার দেয়া হচ্ছে।

মূলত বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রদল এখন উদ্দেশ্য, আদর্শহীনভাবেই চলছে। নেতা-কর্মীদের সামনে কোন সঠিক দিকনির্দেশনা নেই। দলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাই তাদের একমাত্র কাজ হয়ে উঠেছে।

গ্রুপিং : জন্ম থেকে

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল '৭৯ সালের ১ জানুয়ারি যাত্রা শুরু করে। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হাতে সংগঠনটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। আশির দশকে সারা দেশে সংগঠনটির জোয়ার সৃষ্টি হয়। তবে আত্মপ্রকাশের পরেই ছাত্রদলের মধ্যে শুরু হয় মেরুকরণ। মূল রাজনৈতিক দল বিএনপির আদর্শিক দ্বন্দ্ব প্রভাব ফেলে ছাত্রদলের রাজনীতিতে। গ্রুপিং ছাড়া নেতা হয়েছে এমন নজির ছাত্রদলে খুব কমই আছে। তবে অতীতে ছাত্রদলের গ্রুপগুলোর মধ্যে নিয়ন্ত্রণ ছিল। ছিল চেইন অব কমান্ড। কিন্তু বর্তমান সময়ের ছাত্রদলে এর কোনটিই নেই। যে যার মতো করে চলছে। ছাত্রদলের জুনিয়র নেতা এখন সিনিয়রকে না বলেই একের পর এক অপকর্ম করে চলছে। করছে চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসীমূলক কর্মকান্ড। ২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রদল বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ছাত্রলীগের রেখে যাওয়া হল বিনা বাধায় রাতের আঁধারে তারা দখল করে নেয়। চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, গ্রুপিং ব্যাপক আকার ধারণ করে। শুরু হয় চাঁদাবাজি আর টেন্ডারবাজির মহোৎসব। জগন্নাথ হল এবং জহুরুল হক হল দখল করার সময় সশস্ত্র অবস্থায় ছাত্রদল ক্যাডারদের ছবি পত্রিকায় ছাপা হয়। ছাত্রদলের এই সব অনৈতিক কর্মকান্ডে বেশ হিমশিম খেতে হয় বিএনপির হাই কমান্ডকে। ছাত্রদলের কারণে বেশ ধাক্কা খেতে হয় সরকারকে। শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে স্থগিত করা হয় ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি। তারপরও থেমে থাকেনি তাদের তান্ডব। ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। মেরে রক্তাক্ত করে অনেককে।

২০০২ সালের ২৩ জুলাই গভীর রাতে শামসুন্নাহার হলে ছাত্রীদের ওপর পুলিশের বর্বর হামলায় গোটা জাতি স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। প্রতিবাদে ফেটে পড়ে গোটা ক্যাম্পাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। কিন্তু সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের সেই আন্দোলনেও বাধা দেয় ছাত্রদল। তারা পুলিশের সঙ্গে হামলা চালায়। এই ঘটনাও সরকারের জন্য একটি বড় ঝাঁকি ছিল।

নানা কারণ হিসাব নিকাশ করে ছাত্রদলকে ঢেলে সাজানোর দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পুত্র ও বিএনপির এক নম্বর যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানকে। ছাত্রদলের দায়িত্ব প্রাপ্ত নেতা হিসেবে তিনি হাল ধরেন। ছাত্রদলকে একটি সুশৃঙ্খল অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে কাজ শুরু করেন। নিজেদের মধ্যে কোন্দল মিটিয়ে ফেলে একযোগে কাজ করার কথা বলেন। সেই সঙ্গে কড়া ভাষায় এও স্মরণ করিয়ে দেন কোনো অন্যায়কে তিনি প্রশ্রয় দেবেন না। এরপর ছাত্রদলে কিছুটা সুশৃংখল অবস্থা ফিরে আসে। তার তত্ত্বাবধানে প্রথম আহ্বায়ক কমিটি এবং পরে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয় ছাত্রদলের। তারেক রহমানের কড়া নজরদারির কারণে ছাত্রদল অনেক ভালো অবস্থানে চলে আসে। এর কারণে কোণঠাসাও হয়ে পড়ে তারেক রহমান আশীর্বাদহীন ছাত্রদল নেতারা। তারেক রহমানের তত্ত্বাবধানে প্রথমে ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। পরে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়। তবে নবগঠিত কমিটিতে কিছুদিন যেতে না যেতেই গ্রুপিং দানা বাঁধতে শুরু করে। কয়েকমাস পরেই চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজির ভয়াবহতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। গ্রুপিংও শুরু হয় প্রকাশ্যে। যে যার মতো করে দল ভারী করতে শুরু করে। এই নিয়ে আবার নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। গ্রুপিংগুলো চাঙ্গা হতে শুরু করে। কেন্দ্রীয় সভাপতি সাহাবুদ্দিন লাল্টুর সমর্থিত গ্রুপ একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে ক্যাম্পাসে। এই গ্রুপের একচ্ছত্র আধিপত্য আর ক্ষমতাকে মেনে নিতে পারেনি অনেকে। তাই কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল বারী বাবু, সাধারণ সম্পাদক আজিজুল বারী হেলালের সমর্থন নিয়ে নেতৃত্ব দেন একটি গ্রুপের। এর মধ্য দিয়ে আবার প্রকাশ্যে গ্রুপিং শুরু হয়।

আরো কয়েকটি উপগ্রুপ থাকলেও দু'গ্রুপের মধ্যেই চলে দ্বন্দ্ব। সাহাবুদ্দিন লাল্টু সমর্থিত গ্রুপ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় সংগঠনের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সাঈদ ইকবাল মাহমুদ টিটু এবং বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আমিরুল ইসলাম খান আলিমকে। আর আজিজুল বারী হেলাল সমর্থিত গ্রুপ পরিচালনার দায়িত্ব নেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল বারী বাবু। তার সঙ্গে যোগ দেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক হাসান মামুন। সাংসদ নাসিরউদ্দিন পিন্টু সমর্থিত গ্রুপ এবং মনির হোসেন সমর্থিত গ্রুপের নেতা-কর্মীদের কমিটিতে প্রাধান্য না দেয়ায় অনেকে চুপচাপ হয়ে যান। পরে সুযোগ বুঝে এই দুই গ্রুপসহ উপগ্রুপগুলোর নেতা ও কর্মীরা যে যার মতো যোগ দেন বাবু এবং টিটুর নেতৃত্বাধীন গ্রুপের

সঙ্গে। তবে মনির হোসেনের সমর্থক ছাত্রদল নেতা কর্মীরা অনেকে বর্তমান গ্রুপিংয়ে যোগ না দিয়ে নীরবে কাজ করে যাচ্ছেন।

মূলত গত ৬ মাস আগে থেকে গ্রুপিং প্রকাশ্য রূপ নিতে শুরু করে। আজ এই হল তো কাল আরেক হলের মধ্যে দ্বন্দ্বের জের ধরে সংঘর্ষ শুরু হয়। এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সঙ্গে সাঈদ ইকবাল মাহমুদ টিটুর বনিবনা না হওয়ায় তিনি একটি স্বতন্ত্র গ্রুপ তৈরি করে নেতৃত্ব দেন। এরপর থেকে এই তিন গ্রুপের মধ্যেই চলতে থাকে দ্বন্দ্ব। তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে।

রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা

সর্বশেষ ১৮ মার্চ মধ্য রাতে ছাত্রদলের গ্রুপিং ক্যাম্পাসে প্রকাশ্য রূপ ধারণ করে এবং অস্ত্রের মহড়া চোখে পড়ে। জিয়া হলে স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল পরিবর্তন করার মতো তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে আলিম গ্রুপের সঙ্গে টিটু গ্রুপের সংঘর্ষ বাধে। পরে বাবু সমর্থিত গ্রুপ ও আলিম গ্রুপের সঙ্গে এক হয়ে টিটু গ্রুপের কর্মীদের মারধর করে হল থেকে বের করে দেয়। কিন্তু বিষয়টিকে সহজভাবে মেনে নিতে পারে না ক্যাম্পাসের একচ্ছত্র আধিপত্যের অধিকারী লাল্টু সমর্থিত টিটু গ্রুপ। এই নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কায় ক্যাম্পাস উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। হলগুলোতে বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র আসে ক্যাডারদের হাতে হাতে। ১৯ মার্চ সারাদিন এই নিয়ে ক্যাম্পাসে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করে। তিনটি গ্রুপই মহড়া দেয় সশস্ত্র অবস্থায়।

ছাত্রদল এবং পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর প্রথমবারের মতো ক্যাম্পাসে টিটু গ্রুপ মার খেয়েছে এটিকে তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠেছে তারা। জানা যায়, ১৯ মার্চ সন্ধ্যায় বহিরাগত এবং বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে টিটু গ্রুপ হলে ওঠে। খবর পেয়ে পুলিশ এবং ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতারা জিয়া হলে যান। তারা সমঝোতার চেষ্টা চালান। ৩ গ্রুপের বহিষ্কৃত ৭ জনকে হল থেকে বের করে দেন। অস্ত্রগুলোও সরিয়ে নেন বলে পুলিশ জানায়। গভীর রাতে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ চলে আসলে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলেও সারারাত ধরে চলে টানটান উত্তেজনা। বড় ধরনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কায় পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ছাত্রদল সূত্র জানায়, বিএনপির হাইকমান্ড বিষয়টি জানতে পেরে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে ডেকে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে সে ব্যাপারে কড়া নির্দেশ দেন। আর এ কারণে ছাত্রদলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ কোন্দল মিটাতে হলে হলে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

‘ছাত্রদলকে একটি সুশৃঙ্খল অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে কাজ শুরু করেন। নিজেদের মধ্যে কোন্দল মিটিয়ে ফেলে একযোগে কাজ করার কথা বলেন। সেই সঙ্গে কড়া ভাষায় এও স্মরণ করিয়ে দেন কোনো অন্যায়কে তিনি প্রশ্রয় দেবেন না। এরপর ছাত্রদলে কিছুটা সুশৃংখল অবস্থা ফিরে আসে’

ছাত্রদল সূত্র আরো জানায়, তারেক রহমানের নির্দেশ আছে কোনো ধরনের কিছু হলে কমিটি স্থগিত করে দেওয়া হবে। এই হুমকিতে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সতর্কভাবে চলাফেরা করছেন। কিন্তু তারপরও থেমে নেই গ্রপিং আর কোন্দল।

সূত্র জানায়, সাঈদ ইকবাল মাহমুদ টিটু কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না তার গ্রুপের কর্মীদের মার খাওয়া। তিনি প্রতিশোধের অপেক্ষায় আছেন বলে জানা গেছে। তাই যে কোনো মুহূর্তে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হওয়ার আশঙ্কা খুব বেশি বলে ছাত্রদলসহ একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে। এই পরিস্থিতিতে ক্যাম্পাসে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে।

অভ্যন্তরীণ কোন্দল প্রসঙ্গে ছাত্রদলের সভাপতি সাহাবুদ্দিন লাল্টু ২০০০কে বলেন, ছাত্রদল একটি বিশাল সংগঠন। এ সংগঠনে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা রয়েছে। মাঝে মাঝে নেতৃত্বের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিরও সৃষ্টি হয়। একে গ্রুপিং বলা উচিত কি না, তা আপনাকে ভেবে দেখতে হবে। তিনি বলেন, আমরা দায়িত্ব নেয়ার পর ছাত্রদলকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেই। গঠনতন্ত্র অনুসারে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ছাত্রদলের সাংগঠনিক প্রধান। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি ব্যস্ত থাকার কারণে এ দায়িত্ব বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান পালন করছেন। তার দিকনির্দেশনায় ছাত্রদল অভূতপূর্ব শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এক বছরের মধ্যে ছাত্রদলের ইউনিয়ন, পৌরসভা, উপজেলা, জেলা কমিটির ৯৯ ভাগই শেষ হয়েছে। অতীতে ছাত্রদলের কোনো কমিটির এমন সফলতা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংগঠনে সহাবস্থান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ছাত্রলীগ আমাদের ক্যাম্পাসে থাকতে দেয়নি। আমরাও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম পার্টি ক্ষমতায় আসলে আমরাও তাদের হল থেকে বিতাড়িত করবো। বর্তমান উপাচার্য আমাদের যখন সহাবস্থানের কথা বললে আমরা তাকে একথা বলেছিলাম। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নির্দেশেই আমরা সহাবস্থানের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তিনি আমাদের বলেছেন সহাবস্থান অবশ্যই করতে হবে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাই ছাত্র, দেশের ভবিষ্যৎ।

ছাত্রদলের গ্রুপ ও নিয়ন্ত্রণহীন পরিবেশের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি আমিরুল ইসলাম খান আলিম। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলে এখন সুশৃঙ্খল পরিবেশ বিরাজ করছে। হলে ফাও খাওয়া নেই। সিট দখল নেই। এ থেকে বোঝা যায়, হলে শৃঙ্খলা বিরাজ করছে। ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠনের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ না থাকলে, এমন পরিবেশ বিরাজ করতো না। তিনি বলেন, অতীতে দেখা গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হল কমিটি পূর্ণাঙ্গ হয়নি। আমরা দায়িত্ব নেয়ার পর প্রতিটি হলে পূর্ণাঙ্গ কমিটি করেছি। একদিনে আমরা সব হলে কমিটি করেছি। হলগুলোতে সুন্দর পরিবেশ বিরাজ করছে। ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে রয়েছে ভালো অবস্থান। তিনি বলেন, তারেক রহমানের সঠিক দিকনির্দেশনার জন্য এমন পরিবেশ সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। মূলত গ্রুপিং, লবিং, নিয়ন্ত্রণহীন পরিবেশের অবস্থা সকল নেতাই অস্বীকার করেছে।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, দলে ও বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলোতে নিজস্ব অবস্থান শক্তিশালী করতে কেন্দ্রীয় নেতারা গ্রুপিংয়ে জড়িয়ে পড়ছে। পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ঘটছে। এ পরিস্থিতিতে বড় ধরনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হতে পারে বলে জানা গেছে।

ছাত্রদল ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন। এ সংগঠনের আচরণের ওপর ক্ষমতাসীনদের ভাবমূর্তি নির্ভর করছে। ছাত্রদলের শুভানুধ্যায়ীদের আশা, বৃহত্তর দলীয় স্বার্থে ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ অন্তর্দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলবে। দলীয় নেতা, কর্মী চেইন অব কমান্ড মেনে চলবে।